



বন্য শূকর

অবস্থান: স্বল্প উদ্ভিগ্ন



এশিয়ায় বাসস্থান

ব্যাপকভাবে বিস্তৃত; জঙ্গল ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলে পাওয়া যায়

খাদ্যাভ্যাস

চারাগাছ ও মূল, ফল, পাতা, পতঙ্গ, ছোটো ব্যাঙ, সরীসৃপ এবং পচনপ্রাপ্ত মাংস। মানব এলাকার আবর্জনা ও শস্য

জীবনকাল

১২-১৪ বছর

প্রজনন

ঋতু অনুযায়ী - সাধারণত বর্ষার আগে ও পরে।

প্রজননের বয়স

৮-১৮ মাস

গর্ভধারণকাল

৩-৪ মাস

জন্ম

৪-৬ টি বাচ্চা একবারে প্রসব করে

- পুরুষের কেশর আছে যা তার পিঠ বরাবর মাথা থেকে নীচের শরীর পর্যন্ত বিস্তৃত
- বন্য শূকরের বড় বড় কুকুরের মতো কেনাইন রয়েছে যা বয়সের সাথে সাথে বাড়তে থাকে এবং বাঁকা হতে থাকে। এই কেনাইন গুলিকে কখনো কখনো টুশও বলা হয়
- সর্বভুক এবং সুবিধাবাদী খাদ্য সন্ধানী
- প্রধানত নিশাচর
- প্রতিদিন ৪-৮ ঘন্টা চরতে বা প্রতিপালনের জায়গাগুলিতে ভ্রমণে ব্যয় করে
- কোন ঘর্মগ্রন্থি নেই, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে এবং পরজীবী অপসারণ করতে ও সংবেদনশীল ত্বককে সূর্য থেকে রক্ষা করতে কাদাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যয় করে
- খাদ্যের জন্য মাটির স্তর খনন করে। এই অভ্যাসকে রুটিং বলা হয়
- উপড়ে ফেলে, পদদলিত করেও খেয়ে কৃষি ফসলের ক্ষতি করে
- প্রতিপালন করা হলো একটি সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, নির্জন পুরুষরা প্রতিপালনের গোষ্ঠীতে যোগ দেয়
- মানব অধ্যুষিত এলাকায় খোলা আবর্জনা স্তুপের প্রতি আকৃষ্ট হয়



শ্রেণীর আয়তন

৪-১৩

শ্রেণীর গঠন

স্ত্রী তার শেষ প্রসবসহ তার পুরানো প্রসব থেকে উপ-প্রাপ্তবয়স্ক এবং মিলনকালে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের সঙ্গে থাকে

পুরুষরা ৮-১৬ মাস বছর বয়সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, মহিলারা তাদের মায়ের সাথে থাকে



তুমি কি জানো ?

- একদল স্ত্রী এবং তরুণ বন্য শূকরকে "সাউন্ডার" বলা হয়। ঋতু, বাসস্থান এবং জলের প্রাপ্যতা এবং খাদ্যের প্রাপ্যতার সাথে সাউন্ডারের আকার পরিবর্তিত হয়
- ভারতীয় বন্য শূকর হলো বন্য শূকরের একটি উপ-প্রজাতি। ঝুঁটির মতো কেশর, বড় এবং সোজা মাথার খুলি এবং ছোটো কান থাকার জন্য এগুলি ইউরোপীয়দের থেকে আলাদা করে
- বন্য শূকররা দিনের বেলা বিশ্রামের জন্য অস্থায়ী ঘুমের স্থান তৈরি করে। একটি আশ্রয়ে ১৫ জন মতো থাকতে পারে। কখনও কখনও, তারা অন্যান্য প্রাণীদের দ্বারা খনন করা গর্তও ব্যবহার করে থাকে
- বন্য শূকর হলো শীর্ষস্থানীয় মাংসখোষ প্রাণীদের জন্য খাদ্যশৃঙ্খলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তারা বীজ ছড়ানোর মাধ্যমে বাস্তুতন্ত্র বজায় রাখে এবং কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে রাখে
- তারা দ্রুত প্রজনন করতে পারে। বনের সীমানা থেকে দূরে কৃষিক্ষেত্র, চারণভূমি এবং ঝোপ-ঝাড়যুক্ত এলাকায় এবং গোপনে ক্ষেতে প্রবেশ করতে পারে। এটি ফসলের ক্ষতি হওয়ার ক্ষেত্রে একটি
- মানুষের আক্রমণ বেশিরভাগই ঘটে আশ্চর্যজনক মুখোমুখি হওয়ার কারণে বা যখন বন্য শূকর ফসলের ক্ষেতে কোণঠাসা হয়ে থাকে

ভারতে মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত প্রশমনে ইন্দো-জার্মান সহযোগিতা
২০১৭-২০২৩
একটি সমন্বয়পূর্ণ সহাবস্থান গ্রহণে
ভারতে মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত প্রশমনের পদ্ধতি



Implemented by
giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

